# মাঠে - ময়দানে

কোহলিকে ভয় পাই না, দ্বিতীয় টেস্টের আগে এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন জেসন রয়।

২০১৮ এশিয়ান গেমস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন মীরাবাঈ চানু।

## সিরিজে সমতা ফেরাতে তিনটি পরিবর্তন করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া

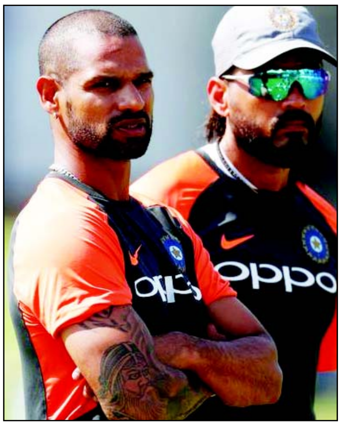

**লর্ডস, ৭ আগস্ট:** গত বছর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফর নিয়ে কথা চলছিল। যে কোনও বিদেশ সফরে টেস্ট সিরিজই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। কারণ ঘরের মাটিতে যতই ভাল খেলুক টিম ইন্ডিয়া বিদেশি মাটিতে সাফলতা পাওয়ার নজির খুব কম। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বেশি করে বর্তমানে টি-২০ আর একদিনের ফরম্যাটের জন্য। তবে, পরীক্ষার আসল মাধ্যম হিসাবে টেস্ট ক্রিকেট, তার নিজের জায়গাতেই আছে এখনও। টি-২০ খেলার পর ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টি-২০ সিরিজটি ০-২ ব্যবধানে অনায়াসে জিতে নেয় ভারত। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজটি ১-২ ব্যবধানে হাতে আসে। এই যাবতীয় জারিজুরি বজায়ছিল ভারতের। একদিনের সিরিজে এসে বাস্তবে জমিতে আছড়ে পড়ে টিম ইন্ডিয়ার বিজয় গৌরব। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে খোয়াতে হয়। ওদিকে, টানা দুটি ম্যাচেজিতে গা ঝাড়া দেয় ওঠে ইংল্যান্ড। সেই সঙ্গে একদিনের আসরে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর পজিশনটিতে নিজেদের স্থান আরও পোক্ত করে নেয়। টেস্ট সিরিজের আগে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অঢেল সময় পাওয়ায় ভারতীয় টিমের থেকে ভাল পারফর্ম আশা করা হয়েছিল। কারণ, এই টিমে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলেন এমন কয়েকজন ক্রিকেটার রয়েছেন। আর তাছাড়া, বাকিরা যারা যোগ দিয়েছেন তারা প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলতেও নেমেছিলেন সিরিজ শুরু হওয়ার আগে। এবার বিরাট কোহলির নেতৃত্বে যে টিমটি ইংল্যান্ডে এসেছে সেই টিমটি এতোটাই শক্ত যে আশা করাই যায়, এবারভাল কিছু হবে। রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে ১১ বছর আগে ভারত শেষবার ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতে। তারপর এমএস ধোনির আমলে দু'বার এলেও দু'বারই বিদেশের মাটিতে ব্যর্থতা হাতে এসেছে। বার্মিংহ্যারে এজবাস্টনে ম্যাচ জেতার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের যেন পুনরাবৃত্তি হল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচে সিরিজের প্রথম টেস্টে। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু বৃহস্পতিবার থেকে। ঘরে-বাইরে ভীষণ চাপে থাকা ভারতকে জিততেই হবে এই ম্যাচ। হাতে আর মাত্র একদিন। প্রয়োজন প্রথম একাদশে কিছু বদল আনার। তাই লর্ডসে ভারতের প্রথম একাদশে যে তিনটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে-

**১. উমেশ যাদবের পরিবর্তে কুলদীপ যাদব**

বিপক্ষের ২০টি উইকেট তুলে নিলেও এটা মেনে নিতে হবে, প্রথম টেস্টে ভারতকে দ্বিতীয় স্পিনারের অভাব ভুগিয়েছে। লর্ডসে কুলদীপ যাদবকে চাই সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসাবে। কারণ, এবার আর ইংল্যান্ডের পিচ অন্যবারের মতো নয়। ভিন্ন আচরণ করছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভেল্কি দেখিয়ে সাতটি উইকেট তুলে নিয়েছেন প্রথম ম্যাচে। অশ্বিন দ্বিতীয় ম্যাচ খেলছে এটা পুরোপুরি নিশ্চিত। তাহলে, দ্বিতীয় স্পিনার হিসাবে কুলদীপকে দলে নিলে কিছুটা সুবিধা হবে ভারতের। পেস বোলারদের মধ্যে মহম্মদ সামি প্রথম ইনিংসে ও ইশান্ত শর্মা দ্বিতীয় ইনিংসে জ্বলে ওঠেন। বাকি রইল উমেশ যাদব। ম্যাচে তিন উইকেট নিলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকেই বসতে হবে কুলদীপকে জায়গা করে দিতে।

**২. কেএল রাহুল/শিখর ধাওয়ানের পরিবর্তে চেতেশ্বর পূজারা**

সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো প্রাক্তনেরা প্রথম টেস্টে মুরলি বিজয়ের সঙ্গে ওপেনিংয়ে কেএল রাহুলকে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূজারাকে বসিয়ে রাহুলকে নেওয়া হয়েছিল। বিদেশের মাটিতে টেসচ হচ্ছে, আর পূজারার মতো ব্যাটসম্যানকে বাদ দেওয়া অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে নেওয়া। বিরাট প্রথম একাদশ বাছার ক্ষেত্রে প্রথম টেস্টে ফেল করেছেন। রাহুল যথারীতি ডুবিয়েছেন। ওপেনার হিসাবে শিখর ধাওয়ানও ফেল করেছেন। প্র্যাক্টিস ম্যাচে শিখর ধাওয়ান দুই ইনিংসেই খালি হাতে ফিরেছিলেন। প্রথম টেস্টেও এমন কিছু করতে পারেনি। তাই রাহুলের সমস্যা তিনি দরকারি সময়ে ওপেনিং ছাড়া আর কোথায় মানিয়ে নিতে অনভ্যস্ত। ফলে, লর্ডসে রাহুলকে বসিয়ে তিন নম্বরে ফেরত আনতেই পারে পূজারাকে। অথবা শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে রাহুলকে ওপেনিংয়ে সুযোগ দিয়ে তিন নম্বরে পূজারা আসতে পারে।

**৩. দীনেশ কার্তিকের পরিবর্তে ঋষভ পন্থ**

সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজে পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি। প্রস্তুতি ম্যাচে সুযোগ পেয়ে টিমের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করার পর কার্তিক বন্দনা শুরু হয়। প্রথম টেস্টে ভাল সুযোগ ছিল চাপের মুখে নিজেকে তুলে ধরার। কিন্তু দুই ইনিংসেই ব্যর্থ কার্তিক। শুধু ব্যাট হাতে নয়, উইকেটরক্ষক হিসাবেও খুব একটা ভাল পারফর্ম করতে পারেনি প্রথম টেস্টে। একটা ম্যাচের কারণে তাকে ছেটে ফেলা কঠোর সিন্ধা নিয়ে ফেলা হলেও, টিম ম্যানেজমেন্টকে এই পদক্ষেপটা নিতেই হবে। তাঁর বদলে ঋষভ পন্থকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারতীয় এ দলের হয়ে রান করেছেন পন্থ। তার আগে আইপিএল ক্রিকেটে দুর্দান্ত মেজাজে ছিলেন পর পর দুই মরশুম ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপট দেখানোর পর। ঋষভ লর্ডসে ব্যর্থ হলে বা অভিজ্ঞ বলে কার্তিকে খেলানো জরুরি মনে হলে, সিরিজের বাকি তিনটি টেস্টের তাকে ফেরত আনার সব রাস্তাই খোলা থাকছে। তাই ঋষভ পন্থকে একটি ম্যাচে সুযোগ দেওয়া দরকার টিম ম্যানেজমেন্টকে।

## বিশ্বকাপই আত্মবিশ্বাস এনেছে, অনূর্ধ্ব দলের প্রশংসা শিলটনের

**স্টাফ রিপোর্টার:** আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জয়। এরপর অনূর্ধ্ব-২০ টিম নিয়ে প্রশংসায় সিনিয়র ফুটবলাররা। আজ আনোয়ারদের শুভেচ্ছা জানালেন মেহতাব ও শিলটন পাল। অনুশীলনের পর দুই মোহনবাগান তারকাকে আর্জেন্টিনা ম্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। শুভেচ্ছা জানালেন মেহতাব। শিলটনের দাবি, বিশ্বকাপই ছোটদের আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। যার ফল আর্জেন্টিনাকে হারাল ভারত। গতরাতে স্পেন ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে নামে অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় দল। সেখানে দু'গোলে এগিয়ে যায় ভারত। শেষে আর্জেন্টিনা একটি গোল শোধ করলেও সমতা ফেরাতে পারেনি। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে সবথেকে সফল টিম আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ভারতের এই জয় অনেকটাই মনোবল বাড়িয়েছে টিমকে। আজ ক্লাবের ম্যাচের আগে মেহতাব বলেন, ওদের ফুটবল আর আমাদের ফুটবল আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রথম ওদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। অসম্ভব বলে কিছু না। ঠিকভাবে এগোতে পারলে দেশ ভাল করবে। এদিকে মোহনবাগান অধিনায়ক শিলটন পালও শুভেচ্ছা জানালেন অনূর্ধ্ব-২০ টিমকে। তিনি বলেন, আর্জেন্টিনাকে হারানো সত্যি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভারত এটা করে দেখিয়েছে, এর থেকে বড় কিছু হয় না। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের বেশি করে ম্যাচ খেলা উচিত। জুনিয়র টিমগুলো যেমন খেলছে, এটা ঠিক। যত খেলবে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বিশ্বকাপই আলাদা আত্মবিশ্বাস এনেছে দিয়েছে টিমকে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা